(9)

অধ্যায়ের সংক্ষিপ্তসার (chapter summary)

- ভারতীয় সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতিগুলি 36-51 নং ধারায় Part IV — আছে।
- নির্দেশমূলক নীতিগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য নয়।
- আয়ারল্যান্ডের সংবিধানের অনুপ্রেরণাতেই এই নীতিগুলি সংযোজিত হয়েছে।
- Sapru Committee র প্রতিবেদন অনুযায়ী নির্দেশমূলক নীতিগুলি গৃহীত হয়েছে।
- নির্দেশমূলক নীতিগুলি Govt. of India Act 1935 এর (Instruments of Instructions -এর অনুরূপ।

- Socialist Principles — Articles (38, 39, 39 a, 39 b, 39c, 39 d, 42, 43A)

Gandhian Principles — Articles (40, ~~36~~, 43, 46, 47, 48)

Liberal Principles — Articles (44, 45, 50, 51)

মৌলিক অধিকারগুলি সেই লক্ষ্যে পৌঁছোবার উপায় নির্দেশ করে। এদের কোনোটিকেই বাদ দেওয়া যায় না।"

৪.১৫ ভারতীয় সংবিধানে বর্ণিত নির্দেশমূলক নীতিসমূহ
Directive Principles as embodied in the Indian Constitution

ভারতীয় সংবিধানের ৩৮-৫১ নং ধারাগুলিতে যে রাষ্ট্রপরিচালনায় নির্দেশমূলক নীতিসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলিকে (ক) অর্থনৈতিক, (খ) সামাজিক, (গ) শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক, (ঘ) আইন ও প্রশাসন বিষয়ক এবং (ঙ) আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিষয়ক-এই ৫টি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

(ক) অর্থনৈতিক নীতিসমূহ :

১. জনগণের মঙ্গলের জন্য রাষ্ট্র এমন একটি সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে সচেষ্ট হবে যেখানে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবে [৩৮ (১)] এবং যেখানে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে কোনোরূপ বৈষম্য থাকবে না [৩৮ (২)] ।

২. রাষ্ট্র এমনভাবে তার নীতিগুলিকে পরিচালনা করবে যাতে—
   - **(ক)** স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল নাগরিক পর্যাপ্ত জীবিকা অর্জনের সুযোগ পায় ;
   - **(খ)** দেশের সম্পদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ সর্বসাধারণের কল্যাণে বণ্টিত হয় ;
   - **(গ)** উৎপাদনের উপায়গুলি মুষ্টিমেয়ের হাতে কেন্দ্রীভূত না হয় ;
   - **(ঘ)** একই কাজের জন্য স্ত্রী ও পুরুষ একই মজুরি পায় ;
   - **(ঙ)** স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও কর্মশক্তি এবং শিশুদের সুকুমার বয়সের অপব্যবহার না হয়।

৩. ন্যায়বিচার ও সাম্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় আইন বলবৎ হবে এবং দরিদ্র ব্যক্তিদের জন্য বিনা খরচে আইনের সাহায্য লাভের ব্যবস্থা করা হবে [৩৯ (ক)]।

৪. রাষ্ট্র তার আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী সকল নাগরিকের জন্য কর্মের ও শিক্ষার ব্যবস্থা করবে (৪১ নং ধারা)।

৫. বেকার, বার্ধক্য এবং অসুস্থ অবস্থায় নাগরিকগণ সরকারি সাহায্য লাভ করবে (৪১ নং ধারা)।

(খ) সামাজিক ব্যবস্থা সম্পর্কিত নীতিসমূহ :

রাষ্ট্র এমন একটি সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা করবে যাতে সমাজস্থ সকল মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ঘটতে পারে এবং এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র

(i) দুর্বল ও অনগ্রসর সম্প্রদায়গুলির, বিশেষ করে তপশিলভুক্ত জাতি ও উপজাতিগুলির শিক্ষার প্রসার ঘটাবে এবং সামাজিক অত্যাচার ও অবিচার থেকে তাদের রক্ষা করবে ;

(ii) শিশুরা যাতে স্বাস্থ্যসম্মত ও স্বাধীন পরিবেশে বড়ো হয় এবং তাদের শৈশব ও যৌবন যাতে শোষণমুক্ত হয় তার ব্যবস্থা করবে ;

(iii) জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটাবে এবং তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটাবে ;

Scanned with CamScanner

(iv) স্বাস্থ্যহানিকর মাদক দ্রব্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ করবে, এবং

(v) কর্মের ক্ষেত্রে মানবোচিত ও ন্যায়সঙ্গত পরিবেশ সৃষ্টি করবে এবং প্রসূতিদের স্বাস্থ্য সুনিশ্চিত করবে।

(গ) শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক :

১. সংবিধান চালু হওয়ার দশ বছরের মধ্যে রাষ্ট্র অনধিক চোদ্দ বছরের বালক-বালিকাদের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করবে (৪৫ নং ধারা)।

২. রাষ্ট্র সমাজের দুর্বল ও অনুন্নত অংশের, বিশেষ করে তপশিলিভুক্ত জাতি ও উপজাতিগুলির শিক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রসার ঘটাবে (৪৬ নং ধারার)।

৩. রাষ্ট্র চারুকলা এবং ঐতিহাসিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বলে ঘোষিত স্মারকচিহ্ন, জায়গা ও জিনিসপত্র রক্ষণাবেক্ষণ করবে (৪৯ নং ধারা)।

৪. রাষ্ট্র ৬ বছরের কম বয়স্ক শিশুদের পরিচর্যা ও শিক্ষার ব্যবস্থা করবে।

(ঘ) আইন ও প্রশাসন বিষয়ক

১. রাষ্ট্র বিচারবিভাগকে শাসনবিভাগ থেকে পৃথক করতে চেষ্টা করবে (৫০ নং ধারা)।

২. রাষ্ট্র সমগ্র ভারতের সকল নাগরিকদের জন্য একই প্রকার দেওয়ানি বিধি প্রবর্তনের চেষ্টা করবে (৪৪ নং ধারা)।

৩. রাষ্ট্র গ্রাম পঞ্চায়েত গঠনে উদ্যোগী হবে এবং এই পঞ্চায়েতগুলির হাতে এরূপ ক্ষমতা ও অধিকার অর্পণ করবে, যাতে এগুলি স্বায়ত্তশাসনের এক-একটি কেন্দ্র হিসাবে কাজ করতে পারে (৪০ নং ধারা)।

৪. রাষ্ট্র বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কৃষিকাজ ও পশুপালনে সক্রিয় সহযোগিতা করবে এবং গৃহপালিত পশু হত্যা বন্ধ করতে উদ্যোগ নেবে,

৫. প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং উন্নতি সাধনে রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ নেবে।

(ঙ) আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিষয়ক

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে নির্দেশগুলি হল ঃ

১. রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হবে ;

২. রাষ্ট্র জাতিসমূহের মধ্যে ন্যায়সংগত এবং সম্মানজনক সম্পর্ক স্থাপন করবে ;

৩. রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইন, সন্ধি প্রভৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে ;

৪. রাষ্ট্র সালিশির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিরোধের নিষ্পত্তি করবে (৫১ নং ধারা)।

৪.১৬ নির্দেশমূলক নীতিগুলির গুরুত্ব বা তাৎপর্য
Importance or significance of the Directive principles

রাষ্ট্র পরিচালনায় নির্দেশমূলক নীতিগুলির গুরুত্ব ও তাৎপর্যকে কেন্দ্র করে দুধরনের মত লক্ষ করা যায়।

একদলের মতে, নির্দেশমূলক নীতিগুলির কোনো বাস্তবমূল্য বা কার্যকারিতা নেই, কারণ—

প্রথমত, এই নীতিগুলি বলবৎযোগ্য নয় এবং এই কারণে রাষ্ট্র এগুলি কার্যকর করতে বাধ্য নয়।

দ্বিতীয়ত, নির্দেশমূলক নীতিগুলিকে প্রয়োগযোগ্য করার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। সংবিধান প্রণেতাগণ কতকগুলি নীতি ও সদিচ্ছার ঘোষণার মাধ্যমেই নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য শেষ করেছেন।

তৃতীয়ত, নির্দেশমূলক নীতিগুলির রূপায়ণ রাষ্ট্রের ইচ্ছা ও বিবেচনার ওপর নির্ভরশীল বলে ওইগুলিকে নাগরিকদের অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া যায় না।

চতুর্থত, কারও কারও মতে নির্দেশমূলক নীতিগুলি অস্পষ্টতা দোষে দুষ্ট এবং এগুলি মেনে চলা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। অধ্যাপক **শ্রীনিবাসন** (Srinivasan) বলেছেন, "রাষ্ট্র পরিচালনায় নির্দেশমূলক নীতিগুলি মোটেই উৎসাহব্যঞ্জক নয় ; এগুলি অস্পষ্ট এবং পুনরুক্তি দোষে দুষ্ট" ("The formation of the Directive Principles of State Policy can hardly be considered inspiring. It is both vague and repetitive.")।

Scanned with CamScanner

পঞ্চমত, কেউ কেউ বলেন, রাষ্ট্রপরিচালনায় নির্দেশমূলক নীতিগুলি হল রাষ্ট্রের শাসকগণের প্রতি নির্দেশ বিশেষ। ভারতবর্ষ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এখানকার শাসকগণ জনগণের দ্বারা নির্বাচিত এবং প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী। এহেন শাসকদের ওপর কোনোরূপ নির্দেশদান অর্থহীন এবং মর্যাদাহানিকর।

ষষ্ঠত, অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, এই নীতিগুলি বিশেষ করে অর্থনৈতিক নির্দেশগুলি রূপায়ণের ক্ষেত্রে সরকার প্রচণ্ডভাবে উদাসীন।

অপর একদলের মতে, আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য না হলেও নির্দেশমূলক নীতিগুলির গুরুত্ব ও তাৎপর্যকে অস্বীকার করা যায় না, কারণ—

প্রথমত, আইনগত মূল্য না থাকলেও এই নীতিগুলির **রাজনৈতিক ও নৈতিক মূল্য** যথেষ্টই আছে। এই নীতিগুলিকে বাস্তবায়ন না করলে সরকারকে আদালতের নিকট জবাবদিহি করতে হয় না ঠিকই, কিন্তু জনসাধারণের নিকট অবশ্যই জবাবদিহি করতে হয়। শাসকগোষ্ঠী এই নীতিগুলিকে রূপায়ণের ক্ষেত্রে উদাসীনতা দেখালে জনগণ তাদের ক্ষমা করবে না। **ড. আম্বেদকর** বলেছেন ঃ "If any government ignores them, they will certainly have to answer for them before the electorate at the election time."

দ্বিতীয়ত, কোনো একটি সরকারের সাফল্য নির্ভর করে, সেই সরকার এই নীতিগুলিকে কতখানি বাস্তবায়িত করতে সক্ষম হয়েছে তার ওপর। **ড. আম্বেদকরের** মতে, এই নীতিগুলি ক্ষমতাসীন দলের পরীক্ষাকেন্দ্র হিসাবে ভূমিকা পালন করবে।

তৃতীয়ত, আইনগত বাধ্যবাধকতা না থাকলেও **সরকার ইতিমধ্যে বহু নির্দেশই বাস্তবায়িত করেছে** অথবা বাস্তবায়িত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, ভারতের সমস্ত রাজ্যে পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে, ভূমিসংস্কার আইন প্রণয়ন, জমির ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণ ইত্যাদি ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে, শ্রমিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে সরকারি বিমা পরিকল্পনা, বোনাস আইন, শ্রমবিরোধ আইন ইত্যাদি পাশ করা হয়েছে, বহু রাজ্যে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন ও বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে, কুটির শিল্প প্রসারের জন্য খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষদ ইত্যাদি স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া কৃষকদের জন্য উন্নত সার ও বীজের ব্যবস্থা করা হয়েছে, পশু চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। জনস্বাস্থ্য রক্ষার উদ্দেশ্যে গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে, ম্যালেরিয়া, পোলিও, ডেঙ্গু প্রভৃতি রোগ প্রতিরোধের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। দেশের সর্বত্র একই প্রকার দেওয়ানি আইন প্রবর্তন করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য ভারত জোটনিরপেক্ষ ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী নীতি অনুসরণ করেছে।

চতুর্থত, নির্দেশমূলক নীতিগুলিকে সংবিধানে সন্নিবিষ্ট করা থেকে বোঝা যায় ভারতের সংবিধান প্রণেতাগণ শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও গণতন্ত্রকে প্রসারিত করতে আগ্রহী ছিলেন।

পঞ্চমত, নির্দেশমূলক নীতিগুলি ভারতের সংবিধানকে গতিশীল করে তুলতে সক্ষম হয়েছে। নির্দেশমূলক নীতিগুলির উচ্চ সামাজিক ও অর্থনৈতিক নীতিগুলিকে রূপায়ণ করতে গিয়ে ভারতের সংবিধানকে বহুবার সংশোধন করা হয়েছে।

ষষ্ঠত, **কে. এম. পানিক্কার** প্রমুখের মতে, মৌলিক অধিকারগুলি যেখানে রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট, নির্দেশমূলক নীতিগুলি সেখানে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গণতন্ত্রকে পরিপূর্ণতা দানে আগ্রহী।

সপ্তমত, নির্দেশমূলক নীতিগুলির অন্যতম তাৎপর্য হল এই যে, হিংসাত্মক বিপ্লবের পথে না গিয়েও যে সমাজবিপ্লব ঘটানো যায়, নির্দেশমূলক নীতিগুলি সেই সত্যের দিকেই ইঙ্গিত দেয়। এই প্রসঙ্গে **অস্টিন** (G. Austin) মন্তব্য করেছেন, "The Directive Principles of State Policy are aimed at furthering the goals of the social revolution."

অষ্টমত, অধ্যাপক **হোয়ার** (K. C. Wheare)-এর মতে, নির্দেশমূলক নীতিগুলির **'শিক্ষাগত মূল্য'ও** (educative value) রয়েছে। সংবিধানের প্রস্তাবনায় সাম্য, স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার প্রভৃতি যে সমস্ত উচ্চ আদর্শের কথা বলা হয়েছে, নির্দেশমূলক নীতিগুলিতে সেইসব আদর্শেরই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে সত্য, কিন্তু অধ্যাপক

Scanned with CamScanner

হোয়ার-এর মতে, এই ধরনের পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন আছে কারণ, এগুলির মাধ্যমে জনসাধারণকে তাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ করে দেওয়া হয়।

১৯৭১ সালে ২৫তম সংবিধান সংশোধনী আইন পাশ হওয়ার সময় থেকে **নির্দেশমূলক নীতিগুলিকে মৌলিক অধিকারের ওপরে স্থান দেওয়ার একটা প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে।** উক্ত আইনে বলা হয় রাষ্ট্র যদি সংবিধানের ৩৯ (খ) ও (গ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত নির্দেশমূলক নীতিগুলিকে কার্যকর করার জন্য আইন প্রণয়ন করে, তাহলে ওই আইন সংবিধানের ১৪, ১৯ এবং ৩১ নং ধারায় বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলিকে ক্ষুণ্ণ করলেও তাকে অবৈধ বলে ঘোষণা করা যাবে না। **১৯৭৩ সালের কেশবানন্দ ভারতী মামলা এবং ১৯৮০ সালের মিনার্ভা মিলস্ মামলায়** প্রদত্ত সুপ্রিমকোর্টের রায়গুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে নির্দেশমূলক নীতিগুলিকে মৌলিক অধিকারের ওপর স্থান দেওয়ার এই প্রবণতাকে সুপ্রিমকোর্টও স্বাগত জানিয়েছে।

উপসংহার ঃ

উপরিউক্ত আলোচনার পর নির্দেশমূলক নীতিগুলিকে সংবিধান প্রণেতাদের 'সদিচ্ছার প্রকাশ', 'নৈতিক উপদেশ', 'রাজনৈতিক ইস্তেহার' ইত্যাদি বলে অভিহিত করা যুক্তিযুক্ত হবে না। প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা যদি আমাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হয়, এবং সেই গণতন্ত্রকে যদি রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রসারিত করতে হয়, তাহলে নির্দেশমূলক নীতিগুলিকে কোনো মতেই উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। মৌলিক অধিকারগুলি যেখানে মূলত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী, নির্দেশমূলক নীতিগুলি সেখানে মূলত সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী। আদর্শ সমাজব্যবস্থা গঠনের জন্য উভয়েরই প্রয়োজন। মৌলিক অধিকার ও নির্দেশমূলক নীতি উভয়ের সমন্বয়ে গড়ে উঠতে পারে গণতন্ত্র ও ন্যায়বিচারের শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান।

Scanned with CamScanner